আজকের কাগজ

তারিখ 28 OCT 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

109

ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষিত হচ্ছে

শহিদুল ইসলাম মিন্টু ঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষিত হচ্ছে। আগামী দু'এক সপ্তা'র মধ্যে বিএনপি'র হাইকমান্ড নতুন কমিটির নেতাদের নাম ঘোষণা করবেন।

এবছরের ২ আগস্ট ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হলে সংগঠনের অভ্যন্তরে দু'টি গ্রুপ–এর সৃষ্টি হয়। উভয় গ্রুপের মধ্যে চলতে থাকে ধাওয়া পাল্টা–ধাওয়া এবং হল দখল করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার সশস্ত্র চেষ্টা। এরই ধারাবাহিকতায় ৪ সেপ্টেম্বর রাতে বিএনপি চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠনের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। এরপর সন্ত্রাস ও খুনের অভিযোগে ছাত্রদলের বিলুপ্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস আলীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। বিএনপি'র হাইকমান্ড ছাত্রদলের ক্যাডারদের একটি তালিকা এসময় তৈরি করে। এবং ইতিমধ্যেই তালিকাভুক্ত প্রথম সারির ১২ জন ক্যাডারকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সারির আরো ১৩ জন ক্যাডারকে বাইরে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

বিশ্বস্ত একটি সূত্র মতে, বেশ কিছুদিন আগে বিএনপি'র ৩ জন প্রভাবশালী মন্ত্রী তাদের পছন্দমতো ছাত্র নেতাদেরকে অন্তর্ভূক্ত করে ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অনুরোধ জানান। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের সাংগঠনিক তৎপরতা না থাকায় দলের সাংগঠনিক অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ছে বলে কতিপয় মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে বলেন। এমন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। বিএনপি'র ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমানকে ছাত্রদলের ওপর একটি রিপোর্ট তৈরি করতে নির্দেশ দেন।

অন্য একটি সূত্র জানায়, এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার রিপোর্ট পেশ করেছেন। রিপোর্টে ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় এবং বলা হয়, খুব শিগগির কমিটি গঠন না করলে সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জানা গেছে, ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী কোনো মন্ত্রীর সুপারিশ গ্রহণ করেছেন না। নতুন কমিটি ঘোষণার পূর্বে দু'গ্রুপের পৃষ্ঠপোষক মন্ত্রীদের নিয়ে অন্তত একবার তিনি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসতে পারেন। ধারনা করা হচ্ছে, এবারের কমিটি হবে প্রধানমন্ত্রীর পছন্দসই। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান ও অধ্যক্ষ ইউনুস খানের সাহায্য নিতে পারেন।

প্রাথমিক অবস্থায় ১ জনকে আহবায়ক এবং ৩ জনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হবে। আহ্বায়ক হিসেবে ইতিমধ্যেই ডাকসুর এজিএস সাবেক কমিটির সহ-সভাপতি নাজিমউদ্দীন আলম, সাবেক কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জগলু, সাবেক কমিটির দপ্তর সম্পাদক শফিকুর রহমান শফিক ও ডাকসুর সদস্য শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানির নাম শোনা যাচ্ছে। এরা প্রত্যেকেই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রিয়ভাজন। নাজিমউদ্দীন আলম ভোলা-৪ নির্বাচনী আসনের উপনির্বাচনে বিএনপি'র মনোনয়ন লাভের চেষ্টা করছেন। যদি তিনি ঐ এলাকায় নির্বাচন করার মনোনয়ন লাভ করেন তাহলে আহবায়ক প্রার্থীদের তালিকা থেকে তার নাম বাদ পড়বে। অন্যান্য পদগুলো দু'গ্রুপের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে পূরণ করা হবে।